গ্রাম ছাড়িয়ে কিছু দূরে
নদীর ধারে শ্মশান-বুকে।
শুইয়েছে গো প্রাণের প্রিয়
রত্নগুলি একে একে॥
গাঁয়ের মাঝে সবই জীর্ণ,
দেখ্‌তে কিন্তু ভালবাসি।
পুরাণো সেই দিনের কথা
বুকের মাঝে উঠে ভাসি'॥
গাঁয়ের সাথে বহুদিনের
স্মৃতিটি মোর বাঁধা আছে।
তাইতো আসি শান্তি-আশে
বছর পরে তা'রই কাছে॥
দশ্‌টি দিনের ছুটী আমার
দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল বয়ে।
বিদায় নিলাম চোখের জলে
মাথা রেখে গাঁয়ের পায়ে॥

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

ঘুমন্ত নগর।

"Dull would he be of Soul who could pass by
A sight so touching in its majesty."
"Dear God! the very houses seem asleep,
And all that mighty heart is lying still."

অঞ্চল ঢাকা দিয়ে দুরন্ত শিশুটীরে
শোয়াবার বৃথা চেষ্টা করে সন্ধ্যারাণী,
সারাটী দিনের বেলা করিয়াছে শুধু খেলা
শুধু ছুটোছুটি আর—অফুরন্ত বাণী।

"এমন দুরন্ত ছেলে দেখিনিক কভু'
করুক যা' নিশা দিদি এসে,
হতভাগা ছেলে শুধু তা'রই কোল পেলে
ঠাণ্ডা হয়ে শুতে চায়—বড় ভালবেসে !"

সারাদিন করিয়াছে কত উপদ্রব
নিশারাণী যেই কাছে এল,
সন্ধ্যার কোল হ'তে ঝাঁপাইয়া পড়ে ;
অবোধ শিশুরে নিশা বুকে তুলে' নিল ।

কোথা তা'র লাফালাফি কোথা গেল খেলা !
অকস্মাৎ একি হ'ল ছেলে,
নিশার আঁচল-তলে নিজেই ঢাকিল গা
আবদার, অভিমান, রাগ, গর্ব্ব ফেলে' ।

সারাদিন ছুটোছুটি কত উপদ্রব
শোনেনিক কভু কা'রও মানা,
পড়ে গেছে—ক্ষত আছে, বলেনিক কারে,
নিশারাণী আছে তা'র জানা ।

আঁচলে ঢাকিয়া মুখ শুধু তা'রই কাছে
কোথায় লেগেছে ব্যথা কাণে কাণে কয়,
কোমল-পরশ-দানে নিশারাণী তাই
যত তা'র ব্যথা-জ্বালা সব মুছে লয় ।

ঘুমায়েছে দুষ্ট শিশু—নিশব্দ নিসাড়
নাই আর সেই ভাব মোটে,
সারারাতি নিশারাণী তারই পাশে জাগে
কখন্ দুরন্ত শিশু ঘুম ভেঙ্গে ওঠে !

উপরে চন্দ্রমা হাসে, হাসে তারাদল
চপল শিশুর এই দেখি ব্যবহার,
কোথায় তাহার সেই রৌদ্ররাঙা মুখ,
সেই শিশু—ধীর এত, চেনা বুঝি ভার।

শ্রীনরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়,
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, 'বি' শাখা।

অন্বেষণ।

(আমি) ব্যাকুল-নয়নে চাহি শূন্যপানে
তোমারে ধরিব বলিয়া ;
চেয়ে চেয়ে শেষে ফিরি হে হতাশে
পাইনা কোথাও খুঁজিয়া।

দেখি আমি শুধু প্রকৃতি-সুষমা
আছে ভরি' বিশ্ব ব্যাপিয়া ;
(সে) সুষমা শোভনে হেরি দু'নয়নে
উঠে হৃদি কেন ছাপিয়া।

অব্যক্ত আবেশে হৃদি যায় ভেসে
পূর্ণ হয়ে যায় নিমিষে ;
কি অমিয়-জ্যোতি হৃদে উঠে ভাতি
আহা কি মোহন আকাশে।

সব ভুলে গিয়ে থাকি শুধু চেয়ে
তোমার সুনীল গগনে ;
মরি কি মাধুরী হৃদি যায় ভরি'
প্রকাশিতে নারি বচনে।